অদ্ভুত পাঠাগার

হারুকি মুরাকামি

আরমান কবির *অনূদিত*

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

উৎসর্গ

আম্মা-বাবা
কী ভালো হতো তোমাদের দুজনকে একত্রে পেলে।

অনুবাদকের কথা

হারুকি মুরাকামির লেখা প্রথম পড়েছিলাম কবে, ঠিক মনে নেই। তবে বইটি ছিল কাফকা অন দা শোর।

বোদ্ধা পাঠক মাত্রই জানেন আর দশটা লেখকের চাইতে মুরাকামির লেখা একটু আলাদা। আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে, মুরাকামি যেন প্রতিটি গল্পেই কিছু মেসেজ দিতে চাচ্ছেন। প্রতিটি লাইনই যেন রূপক।

স্ট্রেঞ্জ লাইব্রেরি অনুবাদ করতে যেয়েও তেমনটাই মনে হচ্ছিল। কখনো মনে হচ্ছিল—বালকের চরিত্রটা আমি নিজেই। কিংবা পাঠক নিজেকেও বালকের জায়গায় বসিয়ে নিতে পারবেন অনায়াসে। এতটাই বাস্তব, এতটাই নিরেট একটি চরিত্র। কৌতূহল, বন্ধুত্ব ও পরিবারের প্রতি মমতা; আবার একই দিকে স্বাধীনতার তীব্র বাসনা—এসব তো আপনার-আমারও বৈশিষ্ট্য।

এত ছোট্ট পরিসরে মানবজীবনের এ রকম কিছু দিক ফুটিয়ে তোলা মুরাকামির পক্ষে অসম্ভব নয়। হাতেগোনা আর দু-একজন লেখক হয়তো আছেন যারা এই কাজটি করতে

পেরেছেন। যারা এখনো হারুকি মুরাকামির কোনো লেখা পড়েননি—এই নিন, এটা দিয়েই শুরু করে দেখুন। জানুন কী আশ্চর্য মোহ এই লেখকের গদ্যে লুকিয়ে আছে।

লেখক, অনুবাদক, প্রভাষক ও একজন পিতা
আরমান কবির
বাংলাদেশ

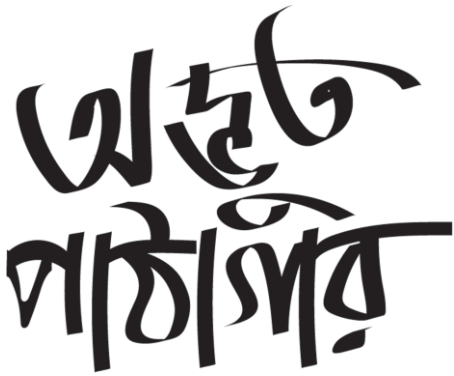

অদ্ভুত
পাঠাগার

১.

আজকে লাইব্রেরিটা বড্ড বেশি নিরিবিলি মনে হচ্ছে। টু শব্দটি নেই কোথাও।

আমার পরনের জুতো জোড়া নতুন। হাঁটলেই তাই মচমচ আওয়াজ হচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দ নিজের কানেই কেমন অপরিচিত ঠেকছে যেন।

অবশ্য এটা আমার সাথে নতুন কিছু না।

安心して買える
池袋西口バス通
新宿西口バス通

আমার সামনেই লাইব্রেরির কাউন্টার। একজন মহিলা বই পড়ছেন বসে বসে। বইয়ের সাইজ ঢাউস। তাকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। মহিলার বই পড়ার ধরনও বেশ অদ্ভুত। দেখে মনে হলো, আমাদের মতো তিনি একবারে এক পৃষ্ঠা পড়েন না। দুই চোখে দুই পৃষ্ঠা একসাথে পড়েন।

'মাফ করবেন, একটু কথা বলা যাবে কি?' ভয়ে ভয়ে বললাম।

হাতের বইটি পড়া বন্ধ করে আমার দিকে চাইলেন তিনি। চোখে তার প্রশ্ন।

'আসলে এই বইগুলো আমার পড়া শেষ। তাই ফেরত দিতে এসেছিলাম।' হাতের বই দুটো কাউন্টারে রেখে বললাম। একটার নাম 'ডুবোজাহাজ কীভাবে বানাবেন' অপরটি 'একজন মেষপালকের স্মৃতিকথা'।

বই দুটো নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন তিনি। যে তারিখে ফেরত দেওয়ার কথা তার আগেই জমা দিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। ওপরে সিল মেরে বই তাকে তুলে রাখলেন।

সময়ের কাজ সময়ে করা—মা আমাকে এই শিক্ষাই তো দিয়েছেন।

'আমি আজও কিছু বই নিতে চেয়েছিলাম।'

পেট মোটা বইটার থেকে চোখ না তুলেই মহিলা বললেন, 'নিচ তলায় যেয়ে ডান দিকে চলে যাও। ১০৭ নম্বর ঘর।'

107

২.

লম্বা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। লাইব্রেরিটাতে আমি আগেও এসেছি; কিন্তু এখানে যে নিচ তলায় এত কারবার—তা জানতাম না।

১০৭ খুঁজে পেয়ে নক করলাম। বেশ আলতো টোকা দিয়েছি; কিন্তু এই নীরবতার মাঝে এর শব্দই এত জোরে হলো, যেন নরক ভেঙে পড়েছে। আচমকা নিস্তব্ধতার মাঝে এই নরক গুলজার আমাকে আতঙ্কিত করে দিলো। ইচ্ছে হলো—একছুটে পালিয়ে যাই; পরক্ষণে লাগাম টেনে ধরলাম। না, মায়ের নির্দেশ মনে পড়ে গিয়েছে।

আরও ছোট থাকতেই মা বলেছিলেন, কারও দরজায় কড়া নেড়ে পরে দৌড় দেওয়া খুব বাজে স্বভাব। কাজেই অপেক্ষা করলাম।

এমন সময় ভেতর থেকে প্রায় শোনা যায় না এমন একটা কণ্ঠ কানে এলো—ভেতরে আসুন!

আলতো ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমি।

ভেতরে একটা মান্ধাতার আমলের ডেস্ক। আর ডেস্কের ওপাড়ে বসে আছে এক বুড়ো। মুখে গুটি বসন্তের মতো কালো কালো দাগে ভরা; যেন চেহারায় পোকা বসে আছে। মাথায় চুল নেই। কেবল কানের ওপর কিছু চুল ঝুলে আছে। চোখে ইয়া মোটা চশমা। বুড়ো লোকটি বলল—'কী চাও খোকা, বলে ফেলো!'